ইমাম যাহাবী রাহেমাহুল্লাহ রচিত মুসলিম মনীষীদের
জীবনীর আকর-গ্রন্থ 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'র
সংক্ষিপ্তরূপ 'নূযহাতুল ফুদালা'র অনুবাদ

মহৎপ্রাণের সান্নিধ্যে

[প্রথম খণ্ড: সাহাবী পর্ব]

[খোলাফায়ে রাশেদীন ও জীবনী ১-১৫২]

সংকলন ও সংক্ষিপ্তকরণ
শাইখ ড. মুহাম্মাদ মূসা আশ-শরীফ

ভাষান্তর
আব্দুল্লাহ মজুমদার

অনুবাদ-সম্পাদনা
ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

সবুজপত্র

সংকলক পরিচিতি

শাইখ ড. মুহাম্মাদ মূসা আশ-শরীফ। একজন দাঈ, আলেম, বৈমানিক, শিক্ষক ও লেখক। ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করেন তিনি। ১৯৬১ সালে জেদ্দায় জন্মগ্রহণ করেন। সৌদি আরবের বিমান সংস্থায় কাজ করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সউদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স এবং ১৯৯২ সালে উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স শেষ করেন। ১৯৯৬ সালে উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়া ও উসূলুদ্দীন ফ্যাকাল্টি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসের উপর বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেন। ২০১৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে তিনি সৌদি কারাগারে অন্তরীণ।

অনুবাদ-সম্পাদক পরিচিতি

প্রফেসর ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া। ১৯৬৯ সালে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলাধীন ধনুসাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সরকারী মাদ্‌রাসা-ই আলীয়া ঢাকা হতে ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। তারপর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স, মাস্টার্স, এম-ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি 'আল কুরআনুল কারীমের অর্থানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর' নামে কুরআনের বৃহৎ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, যা কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং প্রেস সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তার লিখিত, অনূদিত ও সম্পাদিত বহু সংখ্যক বই ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া'র আইন ও শরী'আহ অনুষদভুক্ত আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

অনুবাদক পরিচিতি

আব্দুল্লাহ মজুমদার। ১৯৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রফেসর ড. আবূবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া। ২০১৬ সালে টংঙ্গীস্থ তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা থেকে আলিম (এইচএসসি সমমান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সে বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। বর্তমানে কলা অনুষদের অধীনে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে চতুর্থবর্ষে অধ্যয়নরত। ইতোমধ্যে তার লিখিত/অনূদিত ৯টি বই প্রকাশিত হয়েছে। অত্র গ্রন্থের অবশিষ্ট খণ্ডের অনুবাদ করছেন।

***

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আ-লামীন, ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু 'আলা আশরাফিল আম্বিয়া ওয়াল-মুরসালীন ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমা'ঈন।

কী দিয়ে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো? তার ভাষা আমার জানা নেই! আল্লাহর অশেষ রহমত, অপরিসীম করুণা ও নিঃসীম কৃপায় আমার এই সামান্য কর্মটুকু প্রকাশিত হয়েছে। ওয়ালিল্লাহিল হামদ!

ছোটবেলা থেকেই ইতিহাসের প্রতি আমার আগ্রহ। ইতিহাস সম্পর্কে কোনো বই পেলে সেটা পড়ার চেষ্টা করি। একজন মুসলিম হিসেবে ইসলামের ইতিহাস জানার ইচ্ছাটাও প্রবল। ইসলামী জ্ঞানের মৌলিক শাখাসমূহ (তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূল)-এর সাথে আরো কিছু আনুষাঙ্গিক বিষয় (লুগাহ, তারীখ, সিয়ার, তারাজিম) রয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে কুরআন-হাদীস কেন্দ্রিক বিবিধ গ্রন্থ লেখা হয়। পরবর্তী যুগে ইমামগণ ইতিহাসকেও বেশ গুরুত্বের সাথে দেখতে শুরু করেন। ইসলামের ইতিহাস ও ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান মুসলিম মনীষাকে তারা বিভিন্ন গ্রন্থে তুলে ধরেন। ইমাম ত্বাবারী রচিত 'তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক' গ্রন্থটি একটি মাইলফলক বলা চলে। যদিও আগে-পরে আরো বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে ইসলামের ইতিহাসের উপর। ইমাম ইবন কাসীরের জগদ্বিখ্যাত বই 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' সম্পর্কে সবাই কম-বেশি জেনে থাকবেন। এ বইগুলোকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায়, তারীখ (ইতিহাস) ও সিয়ার (মনীষীদের জীবনী)।

আমার জীবনাকাশে তিনজন আলেম উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে জ্বলজ্বল করে সর্বদা। ইবনু তাইমিয়্যা, ইবনুল কাইয়্যিম ও যাহাবী –রাহিমাহুমুল্লাহ-। এদের রেখে যাওয়া লিখনী আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথে চলতে সহায়তা করেছে। আল্লাহর কাছে চাই, তাদেরকে যেনো জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করেন।

ইমাম যাহাবী আমার কাছে এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তার বই যতো পড়েছি, তার চিন্তাধারা ও মানহাজকে যতো জানছি, ততোই তার প্রতি আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা বেড়েছে। ইমাম যাহাবীকে চিনেছি 'সিয়ারু আ-লামিন নুবালা'

গ্রন্থটির মাধ্যমে। তার পরিচিতি মূলত মুহাদ্দীস হিসেবে। উলুমূল হাদীসের একজন দিকপাল হিসেবে আলেমগণ তাকে জানেন। এ বিষয়ে তার রচিত 'তাযকেরাতুল হুফ্ফায', 'মীযানুল ই'তিদাল', 'আল-মুঈন', 'আল-মুগনী', 'আল-কাশেফ', 'তাযহীবুত তাহযীব'-সহ বিবিধ গ্রন্থ তালিবুল ইলমগণ অবশ্যই জেনে থাকবেন। হাদীসশাস্ত্রে যে কোনো হাদীসের বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতার 'মান ও স্তর' পর্যালোচনায় ইমাম যাহাবীর অবদান অনস্বীকার্য।

আকীদার ক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী রচিত 'আল-উলূ' ও 'কিতাবুল আরশ' প্রমাণ বহন করে যে, তিনি সালাফ-সালিহীনের আকীদাকেই নিজের আকীদা হিসেবে ধারণ করতেন। এছাড়া তার রচিত 'কিতাবুল কাবায়ের'-এ কবীরা গুনাহসমূহের একটি তালিকা করেছেন তিনি, যা বাংলায় অনূদিত হয়েছে এবং বইটি পাঠকমহলে সমাদৃত।

ইসলামের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার অনন্য রচনা 'তারীখুল ইসলাম'। আর মুসলিম মনীষার জীবনী বিষয়ে তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সিয়ারু আ-লামিন নুবালা'। এই যে দুটি বই! এগুলো অতুলনীয়। আজ পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে যতো কাজ হয়েছে, তন্মধ্যে একজন আলেম কর্তৃক সেরা কাজ হিসেবে এ দুটিকে বিবেচনা করাটা বাড়াবাড়ি কিছু নয়।

'সিয়ারু আ-লামিন নুবালা' বইটি পঁচিশ খণ্ডের এক বৃহৎ গ্রন্থ। 'দারু ইবন হাযম' ও 'দারুল আন্দালুস আল-খাদ্বরা' নামে সৌদি আরবের দুটি পাবলিকেশন্স থেকে এটি প্রকাশিত। লেখক নিজের সময়কালের পূর্ব পর্যন্ত যতো মনীষী পেয়েছেন, তাদের সকলের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। কারো জীবনী ছিলো কেবল নাম, বংশ ও মৃত্যুর সনে সীমাবদ্ধ। মূলত এ বইটিকে একটা বিশ্বকোষ বললে অত্যুক্তি হবে না। বইটি থেকে সাধারণ মানুষ উপকৃত হওয়ার সুযোগ ছিলো না। সে কারণেই সৌদি আরবের শাইখ মুহাম্মাদ মুসা আশ-শরীফ এ দীর্ঘ কিতাবকে নিয়ে এসেছেন মাত্র চার খণ্ডে। তাহলে কি সব বাদ পড়ে গেলো? না! যাদের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় কিছু পাওয়া গেছে, তাদেরকেই তিনি অন্তর্ভুক্ত করে সাজিয়েছেন সংক্ষিপ্ত বইটি। নাম দিয়েছেন 'নুযহাতুল ফুদালা'। মূল বইটিতে চার খলীফার জীবনী নেই, তাই 'তারীখুল ইসলাম' গ্রন্থ থেকে সেটুকু নিয়েছেন।

তারপর সাহাবীদের থেকে শুরু করে শেষ নাগাদ এসেছেন। বইটির সংক্ষিপ্তরূপ বেশ কয়েক বছর আগেই প্রকাশিত হয়েছে সৌদি আরব থেকে।

বাংলায় সালাফদের জীবনী বিভিন্ন বইয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে যে বইটি মোটামুটি রেফারেন্স বুক বলা চলে, সেটা হলো এই 'সিয়ারু আ-লামিন নুবালা'। তবে এতো বিশাল বই থেকে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের খোরাক কতটুকু তা শাইখ মুহাম্মাদ মুসা আশ-শরীফ হয়তো ধরতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সংক্ষিপ্ত করে প্রয়োজনীয় অংশগুলো রেখে দিয়েছেন। ২০১৬ সালের কোনো এক বিকেলে সম্মানিত পিতা ও শ্রদ্ধেয় বড় ভাইয়ের পরামর্শে বইটির অনুবাদ কাজে হাত দিই। অবশেষে 'মহৎপ্রাণের সান্নিধ্যে' নামে বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে কয়েক বছর পরে। যাতে কেবল সাহাবীদের জীবনী স্থান পেয়েছে। আল্লাহর রহমতে ধীরে ধীরে কাজ এগিয়ে চলেছে। দোআ চাই, মহান আল্লাহ যেনো সবটুকু অনুবাদের তাওফীক দেন।

বিশ্বাস করুন ভাই-বোনেরা, বইটি এতোই অসাধারণ, আমি বলে বুঝাতে পারবো না, কী রয়েছে এতে! যদি আপনারা পড়ে না দেখেন। বইটির বেশ কিছু পাতা আমাকে ভাবিয়েছে, কিছু পাতা আমার চোখে পানি এনেছে, কিছু জীবনীর সাথে নিজের জীবনকে তুলনা করে আফসোস করেছি, কতোই না পিছিয়ে আছি আমরা। আমাদের আদর্শ, আমার কাছে যারা হিরো, তাদের জীবনাচরণ অনুসরণে কতোই না পিছিয়ে। আমরা কি তাদের নাগাল পাবো? তাদের মতো আমরাও কি আল্লাহর কাছে কবুল হবো? আল্লাহ ভালো জানেন!

বইটি প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছেন সবুজপত্র পাবলিকেশন্স'র মুহাম্মাদ হেলাল উদ্দীন আঙ্কেল। তাকে জানাই অগণিত শুকরিয়া। এতে বহু সংশোধনী ও পরামর্শ নিয়েছি, আমার অগ্রজ জনাব আব্দুর রহমান ভাইয়ার নিকট থেকে। বইটির সম্পাদনা করে দিয়েছেন, আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা প্রফেসর ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া। আল্লাহ তাদেরকে নেক হায়াত দান করুন। আমীন!

একজন অনুবাদক হিসেবে আমার কী চাওয়া? আমার আসলে তেমন কোনো চাওয়া নেই; আমি ইমাম যাহাবীকে ভালোবাসি হৃদয়ের গভীর থেকে, তার জন্য জান্নাতের দোয়া করি। আরো দোয়া করি, আল্লাহ যেনো এ বইটিকে তার জন্য কবুল করে নেন। কিছুদিন পরই তো এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবো, কবরের দীর্ঘ জীবনে কীভাবে থাকবো জানি না। এ গুনাহগারকে যেনো বইটির উসীলায় ক্ষমা করে দেন মহান আল্লাহ তাআলা। আমাকে যেনো কবুল করেন জান্নাতের জন্য। হয়তো কোনো একদিন জান্নাতের বাগিচায় দেখা হয়ে যাবে ইমাম যাহাবী রাহেমুহুল্লাহ'র সাথে। মুচকি হেসে সালাম বিনিময় করে বলতে পারবো, 'আপনাকে ভালোবেসে আপনার বইটা পৌঁছে দিয়েছিলাম দামেস্ক থেকে সেই সুদূর বাংলায়।' তিনিও হয়তো আমাকে কাছে টেনে বসাবেন। এরপর মেতে উঠবো অনন্ত বাতচিতে, যার কোনো শেষ নেই, কোনো সমাপ্তি নেই। আমরা সেই প্রশান্তির অসীম জীবন কামনা করতেই তো পারি, তাই না?

আল্লাহর ক্ষমার ভিখারী-
আব্দুল্লাহ মজুমদার
১৩ জুমাদাল আখিরাহ, ১৪৪১ হিজরী

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত ব্যক্তির নামের পাশে সাংকেতিক হিসেবে বেশ কিছু বর্ণ ও সংখ্যা দেখা যায়। সেগুলোর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

'আ = এই ব্যক্তির হাদীস ছয় কিতাবে বর্ণিত আছে।

খ = তার হাদীস বর্ণিত আছে, বুখারীতে।

ম = তার হাদীস বর্ণিত আছে, মুসলিমে।

দ = তার হাদীস বর্ণিত আছে, আবু দাউদে।

স = তার হাদীস বর্ণিত আছে, নাসাঈতে।

ত = তার হাদীস বর্ণিত আছে, তিরমিযীতে।

ক্ব = তার হাদীস বর্ণিত আছে, ইবন মাজাহতে।

৪ = তার হাদীস বর্ণিত আছে, সুনানে আরবা'আতে।

ম সংযুক্ত = অর্থাৎ ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ সেই বর্ণনাকারীর হাদীস বর্ণনা করেছেন অন্য বর্ণনাকারীদের সাথে সংযুক্তি হিসেবে, স্বতন্ত্রভাবে নয়।

ইমাম যাহাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম যাহাবীর ছাত্র তাজ-উদ-দীন আব্দুল ওয়াহ্হাব আস-সুবকী বলেন, æআমাদের শাইখ ও উস্তায ইমাম হাফেয শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ আত-তুর্কমানী আয-যাহাবী যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। তিনি নজির-বিহীন। তিনি এমন এক গুপ্তধন, যার কাছে আমরা সমস্যায় পতিত হলে ছুটে যাই। হিফযের দিক থেকে সৃষ্টিজগতের সেরা। শাব্দিক ও অর্থগতভাবে তিনি খাঁটি সোনা। 'জারহ ও তাদীল' শাস্ত্রের পণ্ডিত। 'রিজালশাস্ত্রে' তিনিই বিজ্ঞ। যেন সমগ্র উম্মাহর লোকজনকে একটা প্রান্তরে একত্র করা হয়েছে, আর তিনি তাদের দেখে দেখে তাদের ব্যাপারে বলছেন।

তার জন্ম ৬৭৩ হিজরী সনে। আঠার বছর বয়সে তিনি হাদীস অন্বেষণ শুরু করেন। দামেস্ক, বা'লাবাক্কা, মিশর, আলেকজান্দ্রিয়া, মক্কা, আলেপ্পো, নাবুলসসহ নানা শহরে তিনি গমন করেন। তার শাইখের সংখ্যা অগণিত। তার থেকে প্রচুর সংখ্যক মানুষ হাদীস শুনেছে। তিনি হাদীস-শাস্ত্রের খেদমতে রত ছিলেন, এমনকি এ ব্যাপারে গভীর জ্ঞানে পৌঁছেছেন। দামেস্কে অবস্থান নিলেন। সকল দেশ থেকে তার উদ্দেশ্যে লোকজন আসতে থাকল। 'আত-তারীখুল কাবীর' তিনি রচনা করলেন। আরও লিখলেন 'আত-তারীখুল আওসাত্ব' যেটা 'ইবার' নামেও পরিচিত। সেটা বেশ সুন্দর। আরেকটা ছোট বই লিখেলেন, 'দুওয়ালুল ইসলাম'। এছাড়া 'কিতাবুন নুবালা' ও 'আল-মীযান ফিদ-দুয়াফা' রচনা করেন। শেষোক্ত বইটি সর্বশ্রেষ্ঠ বই। আরও রচনা করেন 'সুনান বাইহাকী'র মুখতাসার। এটিও ভালো। লিখেছেন 'ত্বাবাকাতুল হুফ্ফায', 'ত্বাবাকাতুল ক্বুর্‌রা'-সহ আরও নানা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে তিনি কুরআন শিখেন এবং শিক্ষা প্রদান করেন। ৭৪৮ হিজরী সনে তিনি মারা যান। মৃত্যুর কিছু দিন আগ থেকে তিনি চোখের জ্যোতি হারিয়েছিলেন।"[১]

***

১. ত্বাবাকাতুশ শাফেইয়্যা আল-কুবরা: (৯/১০০-১২৩)।

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড : সাহাবী পর্ব

নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
	প্রথম ভাগ **খোলাফায়ে রাশেদীন**	
১	আবু বকর আস-সিদ্দীক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা (‘আ)	৩২
	আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর বাই‘আত	৩৮
	আল-আসওয়াদ আল-আনসীর ঘটনা	৪২
	উসামা ইবন যাইদের বাহিনী	৪৫
	ধর্মত্যাগের ঘটনা	৪৬
	মুসাইলামা আল-কাযযাবের সাথে যুদ্ধ	৪৮
	জুয়াথার ঘটনা	৪৯
	তেরো হিজরী	৫০
	মারজুস সুফফার-এর যুদ্ধ	৫১
	‘উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফত	৫১
২	‘উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু (‘আ)	৫২
	তুসতারের রাজা হুরমুযান	৬৮
	চতুর্দশ হিজরী	৭০
	জিসরের যুদ্ধ	৭২
	হিমস	৭৩
	পনেরো হিজরী	৭৩
	ইয়ারমুকের দিন	৭৩
	ক্বাদেসিয়্যার যুদ্ধ	৭৫
	ষোড়শ হিজরী	৭৬
	জালুলার যুদ্ধ	৭৮

নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
	ক্বিন্নাসরীন	৭৯
	বিশ হিজরী	৭৯
	তুসতার-এর যুদ্ধ	৮০
	একুশ হিজরী	৮২
	নাহাওয়ান্দ	৮৩
	তেইশ হিজরী	৮৫
৩	উসমান ইবন আফ্‌ফান রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু	৮৬
	চব্বিশ হিজরী: উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফত	৯০
	ত্রিশ হিজরী	৯০
	পঁয়ত্রিশ হিজরী	৯১
৪	আলী ইবন আবী তালিব (‘আ)	১০৮
	ছত্রিশ হিজরী: উষ্ট্রের যুদ্ধ	১১৫
	সাঁইত্রিশ হিজরী: সিফফীনের যুদ্ধ	১২০
	মীমাংসার জন্য দুজন বিচারক নিযুক্তি	১২৩
	আটত্রিশ হিজরী	১২৭
	উনচল্লিশ হিজরী	১৩০

দ্বিতীয় ভাগ

‘সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, প্রথম খণ্ড

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর বিশিষ্ট সাহাবী

১	আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (ম,ক)	১৩৩
২	ত্বালহা ইবন ‘উবাইদুল্লাহ (‘আ)	১৩৭
৩	আয-যুবাইর ইবনুল আওয়াম (‘আ)	১৪০
৪	আব্দুর রহমান ইবন আওফ (‘আ)	১৪৩
৫	সা’দ ইবন আবী ওয়াক্‌কাস (‘আ)	১৪৭
৬	সা‘ঈদ ইবন যাইদ (‘আ)	১৫৩
৭	মুস‘আব ইবন উমাইর	১৫৭

আবু বকর আস-সিদ্দীক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা (‘আ)

তাঁর নাম ‘আব্দুল্লাহ (‘আতীক্ব নামেও ডাকা হয়) ইবন আবী ক্বুহাফা ‘উসমান ইবন ‘আমের আল ক্বুরাইশী আত-তাইমী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু।

তাঁর থেকে বহু সাহাবী ও প্রবীণ তাবে‘য়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী মুলাইকা এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ বলেন, ‘আতীক্ব’ মূলত তাঁর একটি উপাধি।

‘আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর পারিবারিক নাম ‘আব্দুল্লাহ’। তবে তিনি ‘আতীক্ব’ নামে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

ইবনু মা‘ঈন বলেন, তাঁর নাম ‘আতীক্ব হওয়ার কারণ তাঁর চেহারা সুন্দর। লাইস ইবন সা‘আদও এ মতটি বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্য ব্যক্তিরা বলেন, তিনি ক্বুরাইশ বংশের মধ্যে বংশগণনায় সবচেয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন।

সর্বপ্রথম ঈমান আনেন তিনি। ইবনুল ‘আরাবী বলেন, আরবের লোকেরা সবচেয়ে উন্নতমানের বস্তুকে ‘আতীক্ব বলে।

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাজিরদের মধ্যে আবূ বকর ব্যতীত অন্য কেউ প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেনি।

যুহরী বলেন, আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু ছিলেন ফর্সা ও হলদে রঙের। তাঁর মাথায় ছিল কোঁকড়া চুল। তাঁর কোমর এত চিকন ছিল যে, তাঁর লুঙ্গি কোমরে আটকে থাকতো না।

তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে বহুবার বসরায় যান। তিনি তাঁর সকল সম্পত্তি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, æআবূ বকরের সম্পত্তি দিয়ে আমার যে উপকার হয়েছে, তা আর কোন মানুষের সম্পত্তি দিয়েই আসেনি।”

উরওয়া ইবনুয যুবাইর বলেন, আবূ বকর যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর কাছে চল্লিশ হাজার দিনার ছিল।

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আবূ বকর ও 'উমারের দিকে তাকালেন এবং বললেন, æএ দুজন ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের মধ্যে নবী-রাসূল ছাড়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল বৃদ্ধের নেতা। আলী, তুমি আবার তাদেরকে এ কথা বলো না যেন।"

ইবন মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, æআমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তবে আবূ বকরকে গ্রহণ করতাম।"

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু-ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন এবং এতে বৃদ্ধি করে বলেন, æকিন্তু সে শুধু আমার ভাই ও আল্লাহর রাস্তার সাথী। আবূ বকরের জানালা ছাড়া মসজিদের অন্য সব জানালা বন্ধ করে দাও।"

'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর আমাদের নেতা। আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

'আব্দুল্লাহ ইবন শাক্বীক্ব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়েশাকে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, 'আবূ বকর।' আমি বললাম, এরপর কে? তিনি বললেন, 'উমার।' আমি বললাম, এরপর কে? তিনি বললেন, 'আবূ উবাইদা।' আমি বললাম, এরপর কে? এবার তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর বসলেন এবং বললেন, æআল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার যে চাকচিক্য সে চায় তা দেয়ার এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা দেয়ার মধ্যে এখতিয়ার দিয়েছিলেন। ঐ বান্দা আল্লাহর কাছে যা ছিল তা বেছে নিলেন।" আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আল্লাহর রাসূল। তিনি (আবূ সা'ঈদ) বললেন, আমরা কিছুটা অবাক হলাম। মানুষজন বলল, তোমরা এই বৃদ্ধ লোকটাকে দেখো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর এক বান্দার এখতিয়ার সম্পর্কে বললেন আর তিনি বললেন, 'আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক'। তিনি (আবূ সা'ঈদ) বললেন, বস্তুত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামই ছিলেন সেই এখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা এবং আবূ বকর আমাদের মধ্যে এ ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত।

‘উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু

তিনি হচ্ছেন, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব ইবনু নুফাইল, আমীরুল মুমিনীন, আবূ হাফস আল-ক্বুরাইশী আল ‘আদাউই; আল ফারূক। তার মা আবূ জাহলের বোন হানতামা বিনত হিশাম আল মাখযূমীয়্যা। ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহ ‘আনহু সাতাইশ বছর বয়সে তথা নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তার থেকে আলী, ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস, আবূ হুরাইরা প্রমুখ ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেন।

আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আমার বাবা একজন ফর্সা লোক ছিলেন। তবে তার উপর লাল রংয়ের ছোঁয়া ছিল। তিনি লম্বা ও টাক মাথাবিশিষ্ট ছিলেন। তার মধ্যে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ ছিল।’

আবূ রাজা আল ‘উত্বারেদী বলেন, ‘তিনি লম্বাদেহ বিশিষ্ট ছিলেন। তার মাথায় খুব কম চুল ছিল। তিনি টকটকে লাল ছিলেন। তার গাল পাতলা ছিল। তার গোঁফের প্রান্ত বড় এবং লাল ছিল। তিনি যখন কোন বিষয়ে চিন্তা করতেন তখন গোঁফের প্রান্ত ধরে নাড়াতেন।’

সাম্মাক বলেন, ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু দ্রুত হাঁটতেন।’

আব্দুল্লাহ ইবন কা’ব ইবন মালেক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু তার ডান হাত দিয়ে ঘোড়ার বাম কান ধরে এর উপর এমনভাবে উঠতেন যে, মনে হতো তিনি এর উপরই জন্ম নিয়েছেন।

ইবন ‘উমারসহ অন্যান্য ব্যক্তিগণ বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘হে আল্লাহ, আপনি ইসলামকে ‘উমার ইবনুল খাত্তাবের মাধ্যমে সমুন্নত করুন।’[১]

ইকরিমা বলেন, ‘উমার ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত ইসলাম গোপনই ছিল।’

সা‘ঈদ ইবন জুবাইর বলেন, ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ আয়াতটি [সূরা ৬৬; তাহরীম ৪] ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে আমরা প্রতাপশালী হয়ে গিয়েছি।’

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

---

১. ইবন সা’দ, আত-ত্বাবাকাত ৩/২৭০।

ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার আসমানে দুজন সহচর এবং যমীনে দুজন সহচর রয়েছে। আসমানের দুই সহচর হলেন জিব্রীল ও মীকাঈল আর যমীনের দুই সহচর হলেন আবূ বকর ও 'উমার।'

আমি (যাহাবী) বলছি, 'ইবন আব্বাসের হাদীসটি হাসান।'

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার পরে তোমরা আবূ বকর ও 'উমারকে অনুসরণ করবে।'

মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'খাত্তাবের ছেলে, তুমি চলতে থাক। শয়তান তোমাকে কোন রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলেই সে ভিন্ন রাস্তা অনুসরণ করে।'

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'শয়তান 'উমার থেকে পালিয়ে বেড়ায়।'

যির বলেন, ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু খুতবা দিলে বলতেন, 'শয়তান কোন কাজ করলে 'উমার তাকে পাকড়াও করবে এই ভয়ে সে 'উমার থেকে দৌড়ে পালায় বলে আমার ধারণা। আমার মনে হয়, 'উমারের দুই চোখের মাঝখানে একজন ফেরেশতা থাকে, যিনি তাকে সরল পথে চালান।'

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের অনেক ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। আমার উম্মতে যদি কেউ থাকে তবে সে 'উমার ইবনুল খাত্তাব।'

আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'আমার রবের সাথে তিনটি বিষয়ে আমার মত মিলে গিয়েছিল: মাকামে ইবরাহীম, হিজাব, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের তালাক।

ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, æআমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, এক লোক এক পাত্র দুধ নিয়ে আসলেন। আমি তা থেকে পান করলাম। এক সময় দেখলাম, তা আমার নখের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এরপর আমি এর অবশিষ্ট অংশ 'উমারকে দিলাম।" সাহাবা বললেন, 'এর (দুধের) ব্যাখ্যা কী?' তিনি বললেন, 'ইলম।'

উসমান ইবন আফ্‌ফান রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু

ইবন আবিল আস ইবন উমাইয়া ইবন আবদ শামস। তিনি আমীরুল মুমিনীন, আবূ আমর, আবূ আব্দুল্লাহ আল-ক্বুরাশী আল-উমাউয়ী।

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর ও ‘উমার থেকে বর্ণনা করেন।

আদ-দানী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কুরআন গ্রহণ করেন। তার কাছ থেকে কুরআন গ্রহণ করেন, আবূ আব্দুর রহমান আস-সুলামী, মুগীরা ইবন আবি শিহাব, আবুল আসওয়াদ, যির ইবন হুবাইশ।

তার থেকে তার ছেলেরা বর্ণনা করেন, আবান, সা‘ঈদ, ‘আমর প্রমুখ।

তিনি প্রথম সারির সাহাবীদের একজন। তিনি যুন নূরাইন বা দুই নূরের অধিকারী, দুইবার হিজরতকারী, দুই কন্যার স্বামী। তিনি ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে জাবিয়ায় আসেন। রুকাইয়্যাকে তিনি নবুওয়াতের আগেই বিয়ে করেন। তার দুটি ছেলে হয়, আব্দুল্লাহ ও আমর। তাদের নামেই তার কুনিয়্যত (উপনাম) হয়।

তার মা আরওয়া বিনত কুরাইয ইবন হাবীব ইবন আব্‌দ শামস। আরওয়ার মা হলেন, আল-বাইদ্বা বিনত আব্দুল মুত্তালিব ইবন হাশিম। উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু রুকাইয়্যাকে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বদরের যুদ্ধে তার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য রেখে যান। রুকাইয়্যা বদরের যুদ্ধের কয়েকদিন পর মারা যান। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বদরের যুদ্ধের গনীমতের অংশ দেন। এরপর তিনি উসমানকে উম্মু কুলসুমের সাথে বিয়ে দেন।

তার ছেলে আব্দুল্লাহ ছয় বছর বয়সে চতুর্থ হিজরীতে মারা যায়।

উসমান লম্বাও ছিলেন না খাটোও ছিলেন না। তার চেহারা সুন্দর, দাড়ি বড়, শ্যামলা বর্ণবিশিষ্ট, মোটা হাড়বিশিষ্ট, চওড়া কাঁধবিশিষ্ট, দাড়িতে হলুদ রঙ করতেন। তিনি তার দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধাই করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবন হায্‌ম বলেন, আমি উসমানকে দেখেছি। তার মতো সুন্দর কোন পুরুষ বা মহিলা আমি জীবনেও দেখিনি।

আবু সাওর আল-ফাহ্‌মী বলেন, আমি উসমানের কাছে গেলে তিনি বললেন,

'আমি আমার রবের কাছে দশটি বিষয় পেশ করার জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছি- (১) আমি চতুর্থ ইসলামগ্রহণকারী ব্যক্তি। (২) আমি ইসলাম গ্রহণ করে ক্লান্তও হইনি। (৩) আবার মিথ্যাও বলিনি। (৪) আমি ডান হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাই'আত গ্রহণ করার পর থেকে কোন দিন এ হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি। (৫) প্রত্যেক জুমায় আমি একজন দাস মুক্ত করি। তবে যদি কোন দাস না পাই তাহলে পরে মুক্ত করি। (৬) আমি জাহেলী এবং ইসলামের যুগে কখনো ব্যভিচার করিনি। (৭) আমি 'জাইশুল উসরা' তথা তাবুকের যুদ্ধের সৈন্যদল প্রস্তুত করি। (৮) আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কন্যার সাথে বিবাহ দেন। সেই কন্যা মারা যায়। (৯) এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক কন্যা বিবাহ দেন। (১০) আমি জাহেলী এবং ইসলাম কোন যুগেই চুরি করিনি।

হাসান থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, 'উসমানকে যুন নূরাইন বলা হয়। কেননা কোন নবীর দুই কন্যাকেই বিবাহ একমাত্র তিনিই করেছেন।'

আব্দুর রহমান ইবন সামুরা বর্ণনা করেন, উসমান তাবুকের যুদ্ধের সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কাপড়ে করে এক হাজার দীনার নিয়ে আসলেন। এই দীনার নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে ঢেলে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাত দিয়ে দীনারগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে বললেন, 'আজকের পর থেকে উসমান যে কাজই করুক না কেনো, তার কোন ক্ষতি হবে না।' হাদীসটি আহমদ তার মুসনাদে বর্ণনা করেন। তবে আবূ ইয়া'লা তার মুসনাদে আব্দুর রহমান ইবন আওফ থেকে হাদীসে বর্ণনা করেন যে, উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু তাবুকের যুদ্ধের সেনাবাহিনী প্রস্তুত করতে সাত হাজার উকিয়া স্বর্ণ খরচ করেন।

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ উসমানকে রহম করুন। তার থেকে ফেরেশতারাও লজ্জা পায়।'

আলী ইবন আবী তালিব

[তাঁর পিতা] আব্দ মানাফ ইবন আব্দুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আব্দ মানাফ। তিনি আমীরুল মুমিনীন আবুল হাসান আল-ক্বুরাইশী আল-হাশেমী। তার মা ফাতিমা বিনতে আসাদ ইবন হাশেম ইবন আব্দ মানাফ আল-হাশেমিয়্যা। তিনি (আলীর মা) আবূ তালিবের চাচাতো বোন। তিনি মুহাজির নারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মদিনায় মারা যান।

আমর ইবন মুর্‌রা বলেন, আবুল বুখতুরী বলেন, 'আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'আমি আমার মাকে বললাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে ফাতিমার পরিবর্তে আপনিই পানি সংগ্রহ এবং বিভিন্ন কাজে যাবেন। আর ফাতিমা আপনার পরিবর্তে পেষণ ও আটা মথের কাজ করবে।' এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, তিনি মদিনায় মারা যান।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেন। 'আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু তার কাছে কুরআন পেশ করেছেন এবং তিনি তাকে পড়িয়েছেন।

আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী, আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী, আব্দুর রহমান ইবন আবী লাইলা তার কাছে পড়েছেন।

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন আবূ বকর, 'উমার, ছেলে হাসান, ছেলে হুসাইন, মুহাম্মাদ, 'উমার, চাচাতো ভাই ইবন আব্বাস, ইবনুয যুবাইরসহ একদল সাহাবা এবং আরো অনেকে।

তিনি প্রথম যুগের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার উপাধি ছিল আবূ তুরাব।

সাহল বর্ণনা করেন, মারওয়ান বংশের এক লোককে মদিনার গভর্নর নিযুক্ত করা হলো। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং 'আলীকে গালি-গালাজ করার আদেশ দিলে আমি তা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি যদি 'আলীকে গালি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করো তাহলে আবূ তুরাবকে গালি দাও।' সাহল বলেন, 'আবূ তুরাব নামটা তো তার সবচেয়ে প্রিয় নাম। তাকে এ নামে ডাকা হলে আরো খুশি হতেন।' তখন ঐ গভর্নর বললেন, 'আমাকে বলো, 'আলীকে আবূ তুরাব নাম দেয়ার পেছনের ঘটনাটা কী?' সাহল বললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম একবার ফাতেমার ঘরে আসলেন, কিন্তু 'আলীকে ঘরে পেলেন না। তিনি ফাতেমাকে বললেন, æতোমার চাচাতো ভাই (আলী) কোথায়?" ফাতেমা বললেন, 'আমার সাথে তার মনোমালিন্য হয়েছিল। সে আমার উপর রাগ করে বের হয়ে গেছে, এমনকি আমার কাছে দুপুরেও ঘুমায়নি।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে বললেন, 'দেখো তো সে কোথায় গেছে?' ঐ লোকটি দেখে এসে বলল, 'তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে আসলেন। তিনি শুয়ে ছিলেন, তার পরনের চাদর এক পাশ থেকে সরে যাওয়ায় তাতে কিছু ধুলা-বালি লেগেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গায়ের থেকে ধুলা-বালি মুছে দিয়ে বললেন, 'আবূ তুরাব, উঠে দাঁড়াও। আবূ তুরাব, উঠে দাঁড়াও।"[১]

আবু রাজা আল-'উত্বারেদী বলেন, 'আমি 'আলীকে দেখেছি, তিনি টাক মাথাবিশিষ্ট। তবে তার শরীরে ঘন পশম ছিল, মনে হতো যেন তিনি কোন পশুর শরীরের পশম পরিধান করে আছেন। তিনি মধ্যম গড়নের ছিলেন। তার পেট বড় ছিল এবং দাড়িও বড় ছিল।'

আল-হাসান ইবন যাইদ ইবনুল হাসান বলেন, 'তিনি নয় বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।'

মুহাম্মাদ আল-ক্বুরাযী বলেন, 'সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন খাদিজা। প্রথম যে দুইজন পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন, তারা হলেন, আবূ বকর ও আলী। আবূ বকর সর্বপ্রথম ইসলামকে প্রকাশ করেন। অন্যদিকে 'আলী ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি গোপন রাখতেন। একবার আবূ তালিব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ?' 'আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, 'হ্যাঁ।' আবূ তালিব বললেন, 'তুমি তোমার চাচাতো ভাইকে সাহায্য করো।' 'আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু আবূ বকরের আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

ক্বাতাদাহ বলেন, 'বদর যুদ্ধসহ অন্যান্য সকল যুদ্ধেই 'আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকাবাহক ছিলেন।'

---

১. বুখারী: ৪৪১; মুসলিম: ২৪০৯।

[১৫১] 'আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর[১] ('আ)

ইবন আবী তালিব। তিনি কুরাইশ বংশের হাশেম গোত্রভুক্ত। তার জন্মস্থান হাবশায়। পরবর্তীতে তিনি মদিনায় বাড়িঘর করে সেখানেই বসবাস করেন। তিনি দানবীর ও দুই-ডানাওয়ালা আরেক দানবীরের পুত্র।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেন ও কিছু হাদীস বর্ণনা করেন। তাকে ছোট বয়সের সাহাবীদের মাঝে গণ্য করা হয়।

তার পিতা মুতার যুদ্ধের দিন মারা গেলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দায়িত্ব নেন এবং নিজ গৃহে তাকে প্রতিপালিত করেন।

বনু হাশেম গোত্রের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেন ও তার সাহচর্য লাভ করেন।

তিনি মুয়াবিয়া ও 'আব্দুল মালিকের কাছে প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেন। তিনি বড় মাপের মর্যাদাবান ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। খলীফা হওয়ার যোগ্যতা তার মাঝে বিদ্যমান ছিল।

'আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে তার পেছনে বসিয়ে এমন একটি গোপন কথা বললেন, যা আমি কাউকে কখনো বলব না। এরপর তিনি একটা বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে একটা উট ছিল। উটটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে আওয়াজ করে নিজ কষ্ট প্রকাশ করল। উটের চোখ দুটো ছলছল করতে লাগল।[২]

'আলী ইবন আবী হামলা বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর ইয়াযিদের কাছে গেলে ইয়াযিদ তাকে বিশ লক্ষ দিরহাম উপহার দিলেন।

---

১. দেখুন, সিয়ার (৩/৪৫৬-৪৬২)।

২. হাদীসের বাকি অংশ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এসে তার ভেজা চোখ মুছে দিলে তা চুপ হয়ে গেল। তারপর বললেন, "এই উটের মালিক কে?" এক আনসারী যুবক এসে বলল, 'এটা আমার, হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমাকে যে পশুর মালিক করে দিলেন তুমি কি তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না? সে তো আমার কাছে অভিযোগ দিয়েছে যে, তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রাখো আর বেশি পরিশ্রম করাও।"

আমি [যাহাবী] বলি, এটা তো তেমন বেশি নয়। দুনিয়ার রাজা তার থেকে খিলাফতের পদের জন্য অধিক উপযুক্ত ব্যক্তিকে এ উপহার দিতেই পারে।

'আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর বলেন, জা'ফরের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছানোর তিন দিন পর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবারের কাছে আসলেন। তিনি বললেন, æতোমরা আমার ভাইয়ের জন্য আজকের পর আর কেঁদো না। আর আমার ভাইয়ের সন্তানদের নিয়ে আসো।" আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। আমাদেরকে পাখির বাচ্চার মতো লাগছিল। তিনি বললেন, æনাপিতকে ডাক দাও।" নাপিত আসলে তাকে আদেশ দিলেন। নাপিত আমাদের মাথা মুণ্ডন করে দিল। এবার তিনি বললেন, æমুহাম্মাদ, সে তো আমার চাচা আবূ তালিবের মতো হয়েছে। আর 'আব্দুল্লাহ, সে আমার আকৃতি ও চরিত্রের সদৃশ হয়েছে।" তিনি আমার হাত ধরে সেটা তুলে বললেন, æআল্লাহ, আপনি জাফরের পরিবারে উত্তম বদলা দিয়ে দিন। 'আব্দুল্লাহর ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করুন।" এ সময় আমাদের মা এসে আমাদের এতীম হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা পেশ করলেন। তার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, æতুমি তাদের দারিদ্র্যের ভয় করছ? আমি তো দুনিয়া-আখিরাতে তাদের অভিভাবক।"

'আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর সেরে আসলে তার পরিবারের শিশু-কিশোররা তাকে অভ্যর্থনা জানাতো। একবার তিনি সফর থেকে আসলে আমি তার কাছে আগে চলে গেলাম। তিনি আমাকে সামনে বসালেন। তারপর ফাতেমার এক ছেলে আসলে তাকে নিজের পেছনে বসালেন। বাহনে চড়ে আমরা তিনজন মদিনায় প্রবেশ করলাম।

আমর ইবনু হুরাইস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফরকে অতিক্রম করেন। 'আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর তখন বালু নিয়ে খেলা করছে। তিনি দু'আ করলেন, æআল্লাহ, আপনি তার ব্যবসায় বারাকাহ দান করুন।"

শা'বী বলেন, ইবন 'উমার 'আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফরকে সালাম দিলেই বলতেন, 'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া ইবনা যিল জানাহাইন।'

এক বেদুঈন মারওয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা হল। সে বলল, 'আমাদের কাছে কিছুই নেই। তুমি 'আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফরের কাছে যাও।' সে আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফরের কাছে আসল এবং বলতে লাগল, [কবিতা]